Made with Xodo PDF Reader and Editor



# গ্রামে জুমআর বিধান

বাতিলের আতঙ্ক, শের এ বাঙ্গাল, শাগিরদে মুযতার নায়বে আখতার
পীরে ত্বরিকত রাহবারে শরিয়ত

**হজরত মওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলকাদরী**

**(সাজ্জাদা নশিন খিদিরপুর দরবার শরীফ,খিদিরপুর কলকাতা ৭০০০২৩)**

| সাজ্জাদানাশিন | প্রতিষ্ঠাতা |
|---|---|
| খানক্কাহে পীরানে পীর<br>খিদিরপুর দরবার শরীফ<br>খিদিরপুর,কলিকাতা<br>৭০০০২৩ | জামেয়া মুরশিদিয়া<br>আখাতারিয়া ফায়জানে<br>আহলে বায়েত<br>পশ্চিম<br>হিমচি,নবগ্রাম,বারুইপুর,দঃ২৪<br>পরাগনা |


প্রকাশনায়

জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়ত

হিমচি, নবগ্রাম, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

যোগযোগ নং ৭৪০৭৯৯৩৫২২

Made with Xodo PDF Reader and Editor



কেতাবের নামঃ- **গ্রামে জুমআর বিধান**

লেখকের নামঃ- পীরে ত্বরিকত হজরত আল্লামা মওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলক্কাদেরী(খিদিরপুর দরবার শরীফ)

প্রকাশনায়ঃ-জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়ত

পৃষ্ঠাঃ- ১৮

মুল্যঃ-

প্রাপ্তিস্থানঃ জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়ত

হিমচি,নবগ্রাম, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

যোগাযোগঃ-৭৪০৭৯৯৩৫২২/৮২৫০৩৭৩৭৯২

কম্পোযারঃ হজরত মওলানা মুফতি হাসনায়ন হায়দার

(শিক্ষক জামেয়া মুরশিদিয়া আখাতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়েত)

প্রকাশকঃ- নাজিরুদ্দিন মোল্লা মুরশিদি

ঠিকানাঃ- রোনিয়া,ক্যানিং,দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Made with Xodo PDF Reader and Editor



## নজর

এই কেতাব নজর করছি আমার সকল ওসতাদ গনের কদমে জানাদের দেওয়া শিক্ষা ও তারবিয়াতের কারনে অধম এই সকল মাসয়ালা লেখার তওফিক অর্জন করেছে

Made with Xodo PDF Reader and Editor



# নিবেদন

বর্তমানে গ্রামে জুমআর নামাজ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উলামাদের মাঝে এখতেলাফ দেখা দিয়েছে যার ফলে সাধারন মানুষ ও বিভ্রান্তির স্বীকার হচ্ছে যে গ্রামে জুম আ সঠিক নাকি বেঠিক উভয় পক্ষই নিজ নিজ দলিলে মজবুত এবং বাহ্যিক ভাবে মত বিরোধ হলে ও আসলে বোঝার হের ফের আর তাই সামঞ্জস্য রেখে এই কেতাব লেখা হয়েছে যাতে মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় গ্রামে কখন জুম আ বৈধ আর কখন বৈধ নয় যাতে বিভ্রান্তির নিরসন হয়। আশা করি নব যুবক ওলামাগন ও সাধারন শিক্ষিত সময়াজ এই কেতাব পাঠ করে সঠিক মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত হবেন আর কোণ ভুল ত্রূটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আশা করি

ইতি

অধম সৈয়দ গোলাম মুস্তারশিদ

Made with Xodo PDF Reader and Editor



প্রশ্নকারি মওলানা মোহাম্মাদ সাইদ আলি,

মোতিগঞ্জ,বিলাসপুর,করনদিঘি,উত্তর দিনাজপুর

আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

কি বলেন উলামায়ে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শারা মাতিন,নিম্নলিখিত মাসয়ালা সম্পর্কে যে একটি গ্রামে জুমআ মসজিদ আছে যেখানে সর্বদা জুমআর নামাজ হত কিন্তু দুই বছর থেকে সেই জুমআ মসজিদেই জুমআর নামাজের পর চার রেকাত যোহরের ফরজ নামাজ জামাত সহকারে আদায় করা হচ্ছে এটা কি ঠিক? আর কিছু জন বলছেন জুমআর পরে যোহর কেন পড়ব? এবং জুমআর ব্যাপারে বিস্তারিত বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে জুমআ কায়েম করা বা না করা সম্পর্কে দলিল সহকারে এবং বিস্তারিত বর্ণনা করুন

হুজুরের নিকট অনুরোধ উত্তর গুলি একটু দ্রুত পাঠাবেন

উত্তরঃ- ওয়া আলাইকুম আস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

الجواب بعون الملک الوہاب اللهم ہدایۃ الحق

হানাফি মাযহাবে জাহিরুর রেওয়ায়াতের মতে জুমআ ফরজ হওয়ার জন্য শহর অথবা শহরতলি হওয়া আবশ্যক। যেমন নুরুল ইযাতে আছে

ويشترط لصحتها ستة أشياء: المصر أو فناؤه.

(الشرنبلالي، نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي، صفحة ١٠٢)

অর্থঃ- জুমআ সঠিক হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি তন্মধ্যে শহর এবং শহরতলি(শেষ অব্দি)

Made with Xodo PDF Reader and Editor



কিন্তু শহর কাকে বলা হয় ?শরিয়তে এই বিষয়ে কোণ স্পষ্ট দিকনির্দেশনা পাওয়া যায় না , তবে এটি প্রচলনের উপর ভিত্তি করে। ইমাম আযমের সুস্পষ্ট বর্ণনা হল, একটি শহর হল এমন  একটি বিস্তীর্ণ স্থান যেখানে রাস্তাঘাট, প্রচুর ওলি গলি , বাজার, হোটেল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় সকল জিনিসপত্র সহজেই পাওয়া যায় এবং সেখানে একজন শাসক থাকে যে তার প্রজ্ঞা ও নিজের অথবা অন্যের জ্ঞান দ্বারা নিপীড়িতদের সহায়ত করতে পারে বা অন্যদের যে ন্যায়বিচার দিতে পারে. যেমনটি তোহফাতুল ফোকাহায় আছে:

وروي عن أبي حنيفة هو بلدة كبيرة فيها سكك وأسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه أو علم غيره ويرجع الناس إليه فيما وقع لهم من الحوادث وهذا هو الأصح .

[السمرقندي، علاء الدين، تحفة الفقهاء، ١/١٦٢]

অনুবাদ: ইমাম আবু হানিফা রহমতুল্লাহি আলাইহে, হতে বর্ণীত যে এটি একটি বড় শহর যেখানে রাস্তাঘাট এবং বাজার ও মহল্লা আছে। এর মধ্যে এমন একজন শাসক থাকবেন যিনি তার বুদ্ধি, তার জ্ঞান বা অন্যের জ্ঞান দ্বারা অত্যাচার থেকে নিপীড়িতদের ন্যায়বিচার দেবার ক্ষমতা রাখেন, কোনো প্রয়োজন বা অঘটন ঘটলে মানুষ তার আশ্রয় নেয়। এটাই সঠিক মত

তেমনি শহরের আশেপাশে, যা শহরবাসিদের সুবিধার জন্য, যাকে শহরতলি বলা হয়, যেমন কবরস্থান, সেনাবাহিনীর বাসস্থান,আফিস আদালত বা রেল স্টেশন আছে , সেখানেও জুমআ জায়েয। যেমন তানভিরুল আবসার ও দুররে মুখতারে আছে

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ويشترط لصحتها المصر أو فناؤه وهو ما حوله اتصل به أولا، كما حرره ابن الكمال وغيره لاجل مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل. ملخصا

(علاء الدين الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صفحة ١٠٨)

অনুবাদ:জুমআ সঠিক হওয়ার জন্য একটি শহর বা একটি শহরতলি হওয়া আবশ্যক এবং শহরতলি বলতে সেই স্থানকে বোঝায় যা শহরের নাগরিকদের প্রয়োজনের জন্য রয়েছে, তা শহরের সাথে সংযুক্ত হোক বা না হোক, যেমনটি ইবনে আল কামাল এবং অন্যান্যরা লিখেছেন , যেমন কবরস্থান, ঘোড়দৌড় ক্ষেত্র।(সারাংশ)

এছাড়া রাদ্দুল মুহতারে আছেঃ

فقد نص الأئمة على أن الفناء ما أعد لدفن الموتى وحوائج المصر كركض الخيل والدواب وجمع العساكر والخروج للرمي وغير ذلك.

(ابن عابدین، الدر المختار وحاشیۃ ابن عابدین (رد المحتار)، ٢/١٣٩)

অনুবাদ: ইমামগণ সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে শহরতলি বলতে সেই এলাকা কে বোঝায় যা মৃতদের দাফনের উদ্দেশ্যে বা শহরের নাগরিকদের প্রয়োজনে তৈরি করা হয়েছিল, যেমন ঘোড়দৌড় ও গবাদি পশু, সেনাবাহিনীর সমাবেশ বা প্রশিক্ষণ চালানোর জন্য ইত্যাদি।

তাই এই রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে বলা যায় যেখানেই এমনটি না হয় সেখানে জুমআ বৈধ নয়, যেমন গ্রাম, ছোট গঞ্জ, বন ও মরুভূমি ইত্যাদিতে জুমআ জায়েয নয়। হেদায়া তে আছে

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ولا تجوز في القرى " لقوله عليه الصلاة والسلام " لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع " [المَرْغِيناني، الهداية في شرح بداية المبتدي، ١/٨٢]

অনুবাদ: এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এই উক্তির কারণে গ্রামে-গঞ্জে জুমআর জায়েয নয়, “না জুমআর না তাকবীর এ তাশরীক, না ঈদুল-ফিতরের নামাজ আর না ঈদুল আযহার নামাজ,শহরের জামে মসজিদে ছাড়া।

এছাড়া আল্লামা শামি বলেছেন

تقع فرضا في القصبات والقرى الكبيرة التي فيها أسواق وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه لا تجوز في الصغيرة .

অনুবাদঃ- শহর ও বড় গ্রামে যেখানে বাজার আছে সেখানে জুমআ ফরজ, এবং এটি ইঙ্গিত করে যে ছোট গ্রামে জুমআর নামায জায়েজ নয়।

কিন্তু যে গ্রামে মুসলিম সুস্থ, বুদ্ধিমান, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষগণ বসবাস করে, যাদের উপর জুমআ ফরজ, তারা যদি গ্রামের সবচেয়ে বড় মসজিদে নামাজ আদায় করে, তো মসজিদ পর্যাপ্ত হবেনা/ যেমন এনায়া শরহ-হেদায়াতে আছে

(وعنه) أي عن أبي يوسف (أنهم إذا اجتمعوا) أي اجتمع من تجب عليهم الجمعة لا كل من يسكن في ذلك الموضع من الصبيان والنساء والعبيد لأن من تجب عليهم مجتمعون فيه عادة. قال ابن شجاع: أحسن ما قيل فيه إذا كان أهلها بحيث لو

Made with Xodo PDF Reader and Editor



اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد آخر.
[البابرتي، العناية شرح الهداية، ٢/٥٢]

অনুবাদঃ ইমাম আবূ ইউসুফ থেকে বর্ণিত আছে যে (যখন তারা একত্রিত হয়) অর্থাৎ যাদের উপর জুমআ ফরয এবং অর্থাৎ সেখানে বসবাসকারী সকল লোক যেমন শিশু, মহিলা এবং দাস-দাসী নয়, ইবনে সুজা বলেন হল উত্তম উক্তি হল যে যদি জুমআর যোগ্য লোকেরা সেখানে জমায়েত হয় (সবচেয়ে বড় মসজিদে, এবং তাদের স্থান সঙ্কুলন না হয়) এমনকি তারা জুমআর জন্য অন্য মসজিদ তৈরি করতে বাধ্য হয়।

অধিকাংশ ফকীহ এই নওয়াদেরুর রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে গ্রামে জুমআ জায়েজ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। যেমন আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরি আল-হানাফী (রহ.) লিখেছেন:

وعن أبي يوسف أنه ما إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم للصلوات الخمس لم يسعهم، وعليه فتوى أكثر الفقهاء وقال أبو شجاع هذا أحسن ما قيل فيه، وفي الولوالجية وهو الصحيح، [ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، ٢/١٥٢]

অনুবাদ: ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে শহরের সংজ্ঞা হল , যখন তার অধিবাসীরা তাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য সমবেত হয়, তখন তা তাদের জন্য কম পড়ে এবং এটি হল অধিকাংশ ফকীহের ফতোয়া। আবূ শুজা (রাঃ) বলেনঃ এটি হল সর্বোত্তম সংজ্ঞা যা শহর কে সংজ্ঞায়িত করে এবং ওয়াল ওয়ালজিয়া গ্রন্থে আছে এই সংজ্ঞাটিই সঠিক।

Made with Xodo PDF Reader and Editor



আল্লামা মেহবুবী ওয়েকায়াতে একই মত পোষণ করেছেন, এভাবে লেখা হয়েছে:

و مالا يسع اكبر مساجده اهله مصر .

অনুবাদঃ যে স্থানের অধিবাসীরা সবচেয়ে বড় মসজিদে সঙ্কুলিত হয় না তা হল শহর।

এর ভাষ্যকার আল্লামা আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুস-শরিয়া বলেছেন:

: و انما اختار هذا القول دون التفسير الأول لظهور التواني في احكام الشرع.[شرح وقايہ ج ١ ص ٢٤٠]

অনুবাদঃ এই শেষ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ এবং প্রথম ব্যাখ্যা গ্রহণ না করার কারণ এই যে, শহরগুলোতে শরীয়া বিধি-বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে সীমানা নির্ধারণে সহনশীলতা দেখানো হয়েছে।

আল্লামা গাজি তামারতাশি রহমতুল্লাহি আলাইহে তানবীরুল আবসারে বলেন

ويشترط لصحتها سبعة اشياء الأول المصر وهو ما لا يسع اكبر مساجده اهله المكلفين بها

অনুবাদ: শহর হল এমন যে এর বৃহত্তম মসজিদ তার বাসিন্দাদের জন্য পর্যাপ্ত হয়না যাদের উপর জুমআর ফরজ।

এর ব্যক্ষ্যায় দুররে মুখতারে আছে

و عليه فتوى أكثر الفقها، مجتبى لظهور التواني في الاحكام.

Made with Xodo PDF Reader and Editor



]علاء الدين الحصكفي، الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار، صفحة ١٠٧[

অনুবাদ: আর অধিকাংশ ফকীহের এ বিষয়ে ফতোয়া রয়েছে, কারণ বিধানের মধ্যে সরলতা প্রকাশের হেতু।

আল্লামা শামি তার রাদ্দুল মুহতারে বলেছেন

(قوله ما لا يسع إلخ) هذا يصدق على كثير من القرى، (قوله وعليه فتوى أكثر الفقهاء إلخ) وقال أبو شجاع: هذا أحسن ما قيل فيه. وفي الولوالجية وهو صحيح بحر، وعليه مشى في الوقاية ومتن المختار وشرحه وقدمه في متن الدرر على القول الآخر وظاهره ترجيحه وأيده صدر الشريعة بقوله لظهور التواني في أحكام الشرع. [ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٢/١٣٧]

অনুবাদঃ এ বক্তব্যটি অনেক গ্রামের উপর বাস্তবায়িত হয় , আবু সুজা (রাঃ) বলেনঃ এ বক্তব্যটি এ সম্পর্কে অন্য যে সকল উক্তি করা হয়েছে তার চেয়ে উত্তম। এটি আল-ওয়াল ওয়াল-জিয়াহ গ্রন্থে রয়েছে: এই উক্তিটি সঠিক "বাহর" আল-ওয়াকাইয়া এর মুল "আল-মুখতার এবং তার ব্যাক্ষা এই উক্তিটি অনুসরণ করেছেন। আল-দুররের মতনে এটি দ্বিতীয় উক্তির আগে উল্লেখ করা হয়েছে, যা স্পষ্টতই এর তারজিহ এর দিকে নির্দেশ করে সাদ্রুস শরিয়া তার উক্তি “বিধানের মধ্যে সরলতা প্রকাশের হেতু” এর মাধ্যমে উক্তিটির সমর্থন করেছেন।

এছাড়া মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত আস শাহ ইমাম আহমাদ রেযা খান আলাইহির রাহমা বলেন

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ہاں ایک روایت نادرہ امام ابویوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے یہ آئی ہے کہ جس آبادی میں اتنے مسلمان مرد عاقل بالغ ایسے تندرست جن پر جمعہ فرض ہوسکے آباد ہوں کہ اگر وہ وہاں کی بڑی سے بڑی مسجد میں جمع ہوں تو نہ سما سکیں یہاں تک کہ انھیں جمعہ کے لئے مسجد جامع بنانی پڑے وہ صحتِ جمعہ کے لئے شہر سمجھی جائے گی۔ (فتاوی رضویہ جلد ۸، صفحہ ۳۴۹)

অনুবাদঃ- হ্যাঁ, ইমাম আবু ইউসুফের রহঃ এর কাছ থেকে একটি বিরল রেওয়ায়েত এসেছে যে, এমন একটি জনসংখ্যায় যেখানে অনেক মুসলিম পুরুষ, বিবেকবান, সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক, যাদের উপর জুমআ ফরজ, তারা যদি সেখানে জমায়েত হয় তাদের সবচেয়ে বড় মসজিদে তাহলে তাদের স্থান সঙ্কুলন হবেনা, এমন কি তাদের জুমআর জন্য আরোএকটি মসজিদ তৈরি করার প্রয়োজন পড়ে তাহলে এটি জুমআ সঠিক হওয়ার জন্য একটি শহর হিসাবে বিবেচিত হবে।

কিন্তু বড় মসজিদ কাকে বলে এ সম্পরকে বিভিন্ন মত পাওয়া গেলেও সর্বসম্মত মত হল অন্তত চল্লিশ অথবা ষাঠ গজ দৈর্ঘ ও প্রস্তের দিক থেকে বড় মসজিদ কে বলা হয় যেমন তাহতাবীর টিকাতে আছে

المسجد الكبير" هو أن يكون أربعين فأكثر وقيل ستين فأكثر والصغير بعكسه .

]الطحطاوي، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صفحة ٣٤٢[

অনুবাদ: "বড় মসজিদ" অর্থ চল্লিশ গজ  বা তার বেশি এবং কেউ কেউ ষাট গজ বা তার বেশি  বলেছেন  এবং ছোট মসজিদ এর বিপরীত।

Made with Xodo PDF Reader and Editor



আর চল্লিশ বা ষাট গজের কম হলে তাকে ছোট মসজিদ বলে যেমন ফাতাওয়া শামি তে আছে

(قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر.

]ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ١/٦٣٤[

অনুবাদ: (তার উক্তিঃ ছোট মসিদ) এটি একটি মসজিদ যা ষাট হাতেরও কম। একটি মতে যেটি চল্লিশ হাতের কম। এটিই গ্রহণযোগ্য মত যা "আল-জাওয়াহির" এ নির্দেশিত হয়েছে

তাই উপরোক্ত কিতাবসমূহ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রেওয়ায়াতে নাদিরার উপর ভিত্তি করে গ্রামগুলোতে জুমআর নামাজ উল্লেখিত শর্তের সাথে সঠিক,

اعلی حضرت فرماتے ہیں : جس گاؤں میں یہ حالت پائی جائے اس میں اس روایت نوادر کی بناپر جمعہ وعیدین ہو سکتے ہیں اگرچہ اصل مذہب کے خلاف ہے مگر اسے بھی ایک جماعتِ متاخرین نے اختیار فرمایا اور جہاں یہ بھی نہیں وہاں ہر گز جمعہ خواہ عید مذہب حنفی میں جائز نہیں ہو سکتا بلکہ گناہ ہے (فتاوی رضویہ جلد ۸، صفحہ ۳۴۹)

আলা হজরত বলেন যে গ্রামে এই শর্তগুলি পাওয়া যায়, সেখানে এই নাওয়াদিরের ভিত্তিতে জুমআ ও ঈদ আদায় করা যেতে পারে, যদিও তা মুল মাযহাবের বিপরীত, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্মের এক দল উলামা এই মত গ্রহণ করেছেন। যেখানে এই শর্তগুলি ও নেই, সেখানে হানাফী মাযহাব মতে ঈদ ও জুমআ জায়েয নয় বরং গুনাহ

Made with Xodo PDF Reader and Editor



নাদিরুর রেওয়ায়াত অনুজাই, যা বেশিরভাগ পরবর্তী ফকীহগণ অগ্রাধিকার ও ফতোয়া দিয়ে অলংকৃত করেছেন, সেই মতে যেখানে জুমআ সঠিক, সেখানে জুমআ প্রতিষ্ঠা করাও সঠিক।

যাইহোক যখন জাহিরুর রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে যেখানে জুমআ জায়েজ নয় কিন্তু পরবর্তী উলামাগন নাদীরুর রেওয়ায়াতে আমল করে জুমআ কে জায়েজ বলেছেন তখন জুমআ সঠিক হওয়া নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে সেই কারনে ফুকাহায়ে কেরামগন সাবধানতা বশত জুমআর পর চার রেকাত যোহরের ফরজ নামাজ বিশেষ ব্যাক্তিদের (যারা মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত) এমন ভাবে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন যেন জন সাধারন বুঝতে না পারে

আল্লামা হালবি গুনিয়া শারাহ মুনিয়াতে বলেন

فی کل موضع وقع الشك في جواز الجمعة ينبغي ان يصلى اربع ركعات

[غنیہ شرح منیہ، ص ۵۵۲].

অনুবাদঃ যে সকল স্থানে জুমু‘আর বৈধতা সম্পর্কে সন্দেহ আছে, সেখানে চার রাকাত নামায পড়ে নেওয়া উচিত

ফাতহুল ক্বাদিরে আছে

وإذا اشتبه على الإنسان ذلك ينبغي أن يصلي أربعا بعد الجمعة ينوي بها آخر فرض أدركت وقته ولم أؤده بعد، فإن لم تصح الجمعة وقعت ظهره وإن صحت كانت نفلا (الکمال بن الہمام، فتح القدیر للکمال ابن الہمام، ۲/۵۳)

অনুবাদঃ যদি কোন ব্যক্তি জুমআর সঠিক হওয়া  সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে, তবে তাকে জুমআর পর চার রাকাত সালাত আদায় করতে হবে, যাতে সে শেষ

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ফরজ সালাত আদায়ের নিয়ত করবে এই ভাবে যে  যা আমি ফরজের ওয়াক্ত পেয়েছি কিন্তু আমি তা আদায় করিনি, তো যদি জুমআর নামাজ সেখানে সঠিক না হয় তাহলে তার যোহরের নামায আদায় হয়ে যাবে, আর যদি সঠিক হয়, তাহলে এই নামায নফল বলে গন্য হবে।

কিন্তু এই রাকাতগুলো জামাতে নয়,বরং একা একা এমনভাবে পড়া হবে  যাতে জনসাধারণকে জানানো না হয়, কারণ এতে তাদের জন্য বিরাট ক্ষতি রয়েছে।

যেমনটা রাদ্দুল মুহতারে আছে

:إن أدى إلى مفسدة لا تفعل جهارا والكلام عند عدمها ولذا قال المقدسي نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم. (ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٢/١٤٦)

অনুবাদঃ-যদি তা বিবাদের দিকে নিয়ে যায় তাহলে প্রকাশ্যে করা উচিত নয়, আর বিবাদ যেখানে নেই সেখানে ভিন্ন কথা সেই কারনে মিকদাসি বলেন আমরা এই বিষয়ে সাধারণ কে আদেশ দি না বরং বিশেষদের জন্য বলে থাকি যদিও এর সম্পর্ক তাদের সাথেই আছে।

আর মারাকিউল ফালাহ তে আছে

وبفعل الأربع مفسدة اعتقاد الجهلة عدم فرض الجمعة أو تعدد المفروض في وقتها ولا يفتى بالأربع إلا للخواص ويكون فعلهم إياها في منازلهم

الشرنبلالي، مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، صفحة ١٩٣

চারটি কাজ করা ক্ষতিকর, কারণ অজ্ঞরা বিশ্বাস করে যে জুমআ  ফরয নয় বা এর ওয়াক্তে অনেক ফরজ নামাজ রয়েছে,বিশেষ ব্যক্তিদের ব্যতীত চারটি

Made with Xodo PDF Reader and Editor



বিষয়ে ফতোয়া জারি করা হয় না এবং এই ধরনের কাজ তাদের ঘরে বসেই করা উচিত।

ফাতাওয়া রেজভীয়াতে আছে

*یہ فرض احتیاطی بجماعت نہیں ہوتے منفرداً بہ نیت آخر ظہر پڑھے جاتے ہیں وہ بھی صرف خواص کے لئے عوام کو نہ بتائے جائیں نہ انھیں حاجت۔[فتاوی رضویہ جلد ۸، صفحہ ۳۱۲]*

এই ফরজ  সাবধানতা বশত জামাতে আদায় করা হয় না, এগুলি একা আকা আখিরুরজ যোহরের  নিয়তে পৃথকভাবে পাঠ করা হয়, তাও কেবল বিশেষ ব্যাক্তিদের জন্য  জনসাধারণের কাছে বলা উচিত নয় আর না তাদের জানার প্রয়োজন আছে।

কিন্তু যেখানে নাদিরুর রেওয়ায়াতে বর্ণীত শর্তগুলি না পাওয়া যায় সেখানে জুমআর নামাজ বৈধ নয় বরং শেখানে যোহরের নামাজ জামাত সহকারে পড়তে হবে

যেমনটা আল্লামা শামি উল্লেখ করেছেন

: وفي المعراج عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة. [ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٢/١٥٧]

অনুবাদঃ স্থানের দূরত্বের কারণে কারো প্রতি  জুমআ ওয়াজিব না হলে তাকে যোহরের নামায জামাতের সাথে আদায় করতে হবে।

এছাড়া খানিয়ার বরাতে আলামগিরিতে আছে

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة [مجموعة من المؤلفين، الفتاوى الهندية، ١/١٤٥]

অনুবাদ: আর যাদের উপর জুমা ফরজ নয়, অর্থাৎ গ্রামে গঞ্জের মানুষ, তাদের জন্য জুমআর দিনে যোহরের নামায আজান ও একামাতের সহিত জামাতে আদায় করা আবশ্যক।

যে গ্রামে জুমআ শুরু হয়ে গিয়েছে সেখানে ও যোহর পড়া আবশ্যক

ফাতাওয়া শামিতে আছে

في الجواهر لو صلوا في القرى لزمهم أداء الظهر. [ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ٢/١٣٨]

অনুবাদঃ গ্রামের লোকেরা যদি জুমআ পড়ে নেয় তাহলেও তাদের জন্য যোহর আদায় করা ওয়াজিব।

তবে এই গ্রামগুলিতে জুমআ বন্ধ করা উচিত নয় কারণ লোকেরা যেভাবেই আল্লাহকে স্মরণ করুন তা যথেষ্ট, যেমনটি ফাতাওয়ায় মুফতিয়ে আজামে রয়েছে।

گاؤں میں جمعہ ناجائز ہے، جہاں ہوتا ہو وہاں روکا نہ جائے کہ فتنہ ہے، نیز یہ کہ وہ اتنے سے بھی جائیں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔ انہیں آہستہ آہستہ اس کی تلقین کی جائے کہ وہ ظہر بھی پڑھ لیں۔ مزید، وہ فرض ظہر بھی جماعت ہی سے پڑھنے کو کہا جائے کہ بے عذر ترک جماعت گناہ ہے۔

গ্রামে জুমআ অবৈধ, যেখানেই এটা ঘটুক না কেন, এটা বন্ধ করা উচিত নয় কারণ সেখানে ফিতনা রয়েছে, এবং তারা শেষে এটা ও আদায় করবেনা,আল্লাহ

Made with Xodo PDF Reader and Editor



ভাল জানেন। তাদেরকেও ধীরে ধীরে যোহর পড়ার উপদেশ দিতে হবে। উপরন্তু, জামাতর সহত ফরয যোহর পড়তে বলা উচিত, কারণ বিনা ওজরে জামাত ত্যাগ করা গুনাহ।

কিন্তু মনে রাখতে হবে জুমআ নিষেধ না করার অর্থ এই নয় যে তাদের জন্য জুমআ সঠিক না বরং তাদের জন্য যোহরই ফরজ এবং যোহরের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করতে হবে

এর দ্বারা প্রশ্ন উঠতে পারে যে এর কারনে গ্রামের মানুষজন এই ধারনা না করে যে জুমআর দিনে জুমআর নামাজ এবং যোহর দুটাই ফরজ যেটা একটি ভ্রান্ত ধারনা

তো আমরা বলব যেহেতু তাদের কাছে স্পষ্ট করে দেওয়া হবে যে যোহর ফরজ এবং জামাতের সঙ্গে তা আদ্য করতে হবে সুতরাং স্পষ্ট এমনিতেই হয়ে যাবে যে জুমআ ফরজ নয়। বরং নফল বলে গন্য হবে সে ক্ষেত্রে নফল জামাতে পড়া মাকরুহ এই প্রশ্ন আসলে ও এই মাকরুহ তানজিহি আর তাই ফিতনার হাত থেকে বাচাতে এবং জনসাধারণ আল্লাহর স্মরণ থেকে যাতে গাফিল না হয়ে যায় তাই জুমআর নামাজ জামাতে পড়ায় সমস্যা নেই । আল্লাহু আলামু বিস সাওয়াব

সিদ্ধান্ত

এর দ্বারা কিছু বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেল

১ শহরে জুমআর নামাজ ফরজ এটা সর্বসম্মত মত

২ গ্রামে(যেখানে বড় মসজিদ নেই) সেখানে জুমআ সঠিক নয় সেখানে জুমআ পড়লে ও যোহরের নামাজ জামাত সহকারে পড়তে হবে

Made with Xodo PDF Reader and Editor



৩ আর যে গ্রামে বড় মসজিদ আছে (চল্লিশ বা ষাঠ গজের বেশি) সেখানে নাদির রেওয়াতের মতে শহরের হুকুম হবে বা জুমআ সঠিক হবে যা পরবর্তী উলামাগন গ্রহন করেছেন এবং জুমআ সঠিক হওয়ার বিষয়ে ফতোওয়া দিয়েছেন। সেখানে যোহর জামাত সহকারে পড়বে না বরং বিশেষ ব্যাক্তিগন (যারা মাসয়ালা সম্পর্কে অবগত) একা একা আখিরুজ যোহর বা এহতেয়াতি যোহরের নিয়তে পড়বে। জন সাধারনের জন্য জুমআই যথেষ্ট

Made with Xodo PDF Reader and Editor



## জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়ত

পীরে ত্বরিকত রাহবারে শরিয়ত হজরত আল্লামা মওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ গোলাম মুস্তারশিদ আলক্বাদেরী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী ২০১৯ সালে দ্বীন ও সুন্নিয়তের হেফাজত ও প্রসারের স্বার্থে পশ্চিম হিমচি, নবগ্রাম,বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় জামিয়া মুরশিদিয়া আখতারিয়া ফায়যানে আহলে বায়েত নামক মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করেন এই মাদ্রাসা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের প্রশার কেন্দ্র এবং এখান থেকে আলহজরত ও মওলাপাকের শিক্ষার অনুস্মরণে আহলে বায়েত পাক ও সাহাবায়েকেরাম তথা আওলিয়ায়ে এজাম ও ওলামায়ে ইসলামের প্রতি সম্মান মহাব্বত ও ভালোবাসার শিক্ষা দেওয়া হয়। বর্তমানে এই মাদ্রাসায় হিফজ ও নাজেরা সহ সানিয়া জামাত পর্যন্ত পড়াশোনা চলছে তার সঙ্গে বাংলা,ইংরাজি,অঙ্ক ইত্যাদি পার্থিব শিক্ষা ও দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে এই মাদ্রাসায় পাঁচ জন শিক্ষক ও প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র আছেন ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ব্যাবস্থা আছে মাদ্রাসা এখন বিল্ডিঙ্গের কাজ চলছে সেই সঙ্গে শিক্ষকদের বেতন ও ছাত্রদের খাবারদাবারের জন্য ও অর্থের প্রয়োজন তাই আপনাদের সকলের সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন মুক্ত হস্তে দান করুণ

মাদ্রাসায় দান পাঠানোর জন্য

AC/ no.42809883825

Account name:-JAMIA MURSHIDIA AKHTARIA FAIZAN E AHL E BAIT

IFSC CODE:-SBIN000149

যোগাযোগঃ-৭৪০৭৯৯৩৫২২/৭০২৯৬৪৭০৫১/৮১৪৫৫৮১৭৩৩